যায়যায়দিন
তারিখ 14 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদকীয়
যায়যায়দিন

JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Thursday ■ 14 June 2007

এসএসসির রেজাল্টে ক্রমউন্নতির ধারা ব্যাহত হয়েছে

পাবলিক পরীক্ষার প্রথম ধাপটি হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। একজন ছাত্রের জীবনে এ পরীক্ষার রেজাল্টের গুরুত্ব যথেষ্ট। এ পরীক্ষার রেজাল্টের মধ্যে দেশের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। অঞ্চল ভিত্তিক শিক্ষার গুণগত মানের একটি পরিমাপও করা যায় এ পরীক্ষার রেজাল্ট থেকে। সেই সঙ্গে তুলনা করা যায় বিভাগ ভিত্তিক পাসের হারও।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট গত বছরের তুলনায় কিছুটা খারাপ হয়েছে। বিগত বছরগুলোর এসএসসির রেজাল্টের ক্রমউন্নতির ধারাও ছেদ হয়েছে এবারের রেজাল্টে। এবারের পাসের হার ৫৭.৩৭ ভাগ যা গত বছর থেকে প্রায় ২ শতাংশ কম। শুধু এসএসসি নয়, দাখিল ও এসএসসি ভকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হারও প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। সার্বিক বিবেচনায় স্বীকার করতে হবে গতবারের চেয়ে এবারের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও শিক্ষক আন্দোলনের কারণে টানা দেড় মাস ক্লাস না হওয়াকে পরীক্ষায় পাসের হার কমে হওয়ার প্রধান কারণ বলা হচ্ছে। সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ কারণ দুটির যথার্থতা অবশ্যই পাওয়া যাবে। গত বছরটি ছিল নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ পূর্তির শেষ বছর। নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার বছরটিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়ে যায়। শুধু শিক্ষা কার্যক্রম নয়, উৎপাদন, আমদানি-রফতানি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দেশের সার্বিক অর্থনীতির চাকা ধীর হয়ে যায় শেষ বছরে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে যোগ হয় বিভিন্ন দাবি আদায়ের মিছিল। সরকারকে চাপে রেখে দাবি আদায়ের খারাপ কালচার দেখা যায় মেয়াদ শেষের বছরটিতে।

দাবি আদায়ের মিছিলে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে গত বছর শিক্ষকরাও ছিল তৎপর। ক্লাস বন্ধ রেখে দাবি আদায়ে নেমে পড়েন মানুষ তৈরির কারিগর শিক্ষকরা। ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় শিক্ষার্থীদের মানসিক দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়ায় এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

গতবারের মতো এবারো গ্রাম ও শহরের শিক্ষার গুণগত মানের পার্থক্য চোখে পড়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামের স্কুলগুলো আরো পিছিয়ে পড়ছে। গ্রামের লোকজনের শহরমুখী হওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। গ্রামে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো গেলে মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা অনেকটা কমানো যাবে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি আর ৭৭৪টি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ পাস করেছে। রেজাল্টের এ রকম বৈপরীত্য প্রমাণ করে প্রতিষ্ঠান ও অঞ্চল ভিত্তিক শিক্ষার গুণগত মানের পার্থক্যের বিষয়টি।

এবার পাসের হার কমলেও গত বছরের তুলনায় জিপিএ বেড়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রায় সবাই রাজধানীর ভালো কলেজের দিকে ছুটবে এটাই স্বাভাবিক। তবে রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে এসব জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকেরই ঠাঁই হবে না রাজধানীর নামিদামি কলেজে। এখানেও আমরা শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখতে পাই। সারা দেশে যদি শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো যেতো ও ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হতো তাহলে রাজধানীর কলেজগুলোর ওপর এ চাপ পড়তো না।

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের দিকে। নবম থেকে দশম শ্রেণীতে ওঠার পর এসএসসি পরীক্ষার জন্য সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এবারের এসএসসি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিল প্রায় সাড়ে ১১ লাখ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে পাচ লাখ শিক্ষার্থী ফরম পূরণ করেনি। বাকি ছয় লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফেল করেছে প্রায় দুই লাখ ৬৪ হাজার। শিক্ষা বোর্ডের কমপিউটার কেন্দ্রের তথ্যে এ চিত্র বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ ফেল করা ও ফরম পূরণ না করার সংখ্যা মিলিয়ে প্রায় আট লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে শিক্ষা জীবনের প্রথম স্বীকৃত পরীক্ষা থেকে। ঝরে পড়া এ শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলাদা করে ভাবা উচিত।

পাবলিক পরীক্ষায় আমাদের বড় অর্জন হচ্ছে নকলের অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসা। এখন যারা পাস করছে তারা পড়ালেখা করেই পাস করছে। নকলের অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারলে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ার পাশাপাশি পাসের হারও বাড়বে। তবে পাসের হার বাড়ানোর জন্য নিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আন্দোলন-ধর্মঘট ও সেশন জট মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। এবার পাসের হার কমলেও উল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করলে ভবিষ্যতে পাসের হার আরো বাড়বে বলে আমরা মনে করি।